দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 07 FEB 1989
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 1

04

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২৫শে মাঘ, ১৩৯৫

ডাকসু নির্বাচন

ডাকসুর নির্বাচনী প্রচার শেষ হইয়াছে। আগামীকাল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন। বিভিন্ন দলের মোট ১৮৪ জন প্রার্থী ২০টি কর্মকর্তা ও সদস্য-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মধ্যে। প্রায় ৫ বছর আগে অনুষ্ঠিত ডাকসুর নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজারের কাছাকাছি। চলতি বছর প্রায় ২৪ হাজার।

গত প্রায় এক সপ্তাহ ছিল নির্বাচনী প্রচারের কাল। পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি ছাড়াও এই সময় সভা, সমাবেশ এবং মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রধান দুই পক্ষ বিভিন্নভাবে তাহাদের নির্বাচনী প্রচার চালায়। ইহার মধ্যে একপক্ষ কর্তৃক অ-সাম্প্রদায়িকতা, অস্ত্রমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হয়। অন্যপক্ষ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, অস্ত্রমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান ডাকসু এবং হল সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক তথা সকল মহলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। অধ্যাপক মান্নান বলেন, ডাকসু এবং হলসমূহের নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তাহা দেখা সকলেরই কর্তব্য।

সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, বলা বাহুল্য, বিশেষ কোন মহলের নয়, সব মহলের কাম্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে অস্ত্রের হুংকার কেউ শুনিতে চায় না। আজ পর্যন্ত নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া কোন হানাহানি হয় নাই। প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন যে যার মত করিয়া নিজস্ব কর্মসূচী এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছে। জোর জবরদস্তির মাধ্যমে পরিবেশ উত্তপ্ত ও কলুষিত করে নাই।

জাতি চায়, বিশ্ববিদ্যালয় তথা জাতীয় রাজনীতি হইতে হানাহানি দূর হউক। নির্বাচন হোক অবাধ-নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। কোন কোন মনীষীর মতে, নির্বাচন এমন এক ধরনের প্রতিযোগিতা যার সাথে মর্যাদার লড়াই যুক্ত করা সমীচীন নয়। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়া ইহাকে দেখা প্রয়োজন। হতাহত হইলে হাঙ্গামার আশঙ্কা হ্রাস পায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যও তাই। নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছে। সুতরাং জয়-পরাজয়কে মর্যাদার ব্যাপারে পরিণত না করিয়া সুস্থ প্রতিযোগিতাকে বড় করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, ডাকসুর নির্বাচনে তাই করা হইবে। অনাহূত কোন ঘটনা বর্তমান সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করিবে না। আমরা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কামনা করি।